সংবাদ

তারিখ ... 0 2 JUL 2007 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

২৮ সিলেবাস

ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আয়োজন করছে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা '০৭

তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিবেদক

ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মেধাভিত্তিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। প্রতিযোগিতার নাম সেকেন্ড ডেফোডিল ইন্টার ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামিং কনটেস্ট। সারাদেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এতে অংশ নিচ্ছে, এমনকি বাংলাদেশ ইনফর্মেটিকস অলিম্পিয়াডের সেরা টিমের জন্যও এ প্রতিযোগিতা উন্মুক্ত।

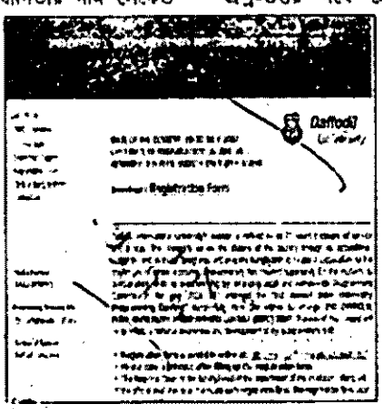

সম্প্রতি ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেমিনার হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে '২য় ডেফোডিল আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-০৭' এর সার্বিক প্রস্তুতি এবং নিয়মাবলী বর্ণনা করে জানানো হয় যে, সর্বোচ্চ ৭০টি টিম এতে অংশ নিতে পারবে তবে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ৩ এর অধিক দল পাঠাতে পারবে না এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয় কতটি দল পাঠাতে পারবে তা নির্ধারণ করা হবে তাদের অতীতে এসিএম আইসিপিসি রিজিওনাল প্রতিযোগিতায় ফলাফল দেখে। তথ্যপ্রযুক্তি মেধা অন্বেষণের মর্যাদাপূর্ণ এ প্রতিযোগিতায় প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নিচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করা হবে ১৯-২০ জুলাই ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন ক্যাম্পাসের ল্যাবরেটরিতে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, ভাইস চ্যান্সেলর ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, অধ্যাপক ড. কায়কোবাদ, অধ্যাপক ড. এম লুৎফর রহমান, সৈয়দ আখতর হোসেন এবং ড. আবু তাহের। এটি ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় আয়োজন। ২০০৩ সালে ১ম প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ডেফোডিল। এ ব্যাপারে সব তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটেই পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটের ঠিকানা : http://www.daffodilvarsity.edu.bd/dipc07

প্রশ্ন-উত্তর পর্বে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে কথা বলেন ড. এম কায়কোবাদ, তিনি বলেন, ২০০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা শহরে অনুষ্ঠিত ২৪তম এসিএম-আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের দুয়েট দল বিশ্বখ্যাত এমআইটি, কার্নেগি মেলন, স্ট্যানফোর্ড, হার্ভাড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়কে পেছনে ফেলে একাদশ স্থান দখল করে নেয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ৬টি মহাদেশের ১ হাজার ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৯৬৮টি দল থেকে তখন সেরা ৬০টি দলকে বাছাই করা হয়েছিল এবং এদের মধ্যেই বাংলাদেশের অবস্থানছিল ১১তম। প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার স্বর্ণযুগ বোধহয় এটাকেই বলা যেতে পারে। সে সময়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজন করতে থাকে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা। এমনকি ট্রেনিং সেন্টার পর্যায়েও আয়োজিত হতো নানা প্রতিযোগিতা। শুধু তাই নয় কম্পিউটার মেলাতেও দেখা যেত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন। এভাবে তৈরি হয়েছিল মেধা চর্চার একটি চমৎকার পরিবেশ।

এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ড. এম লুৎফর রহমান বলেন, বাংলাদেশের মানুষ মেধার সারাবিশ্ব পরিচিত, আমাদের হয়তো বড় বড় হার্ডওয়্যার শিল্প গড়ার মতো অবকাঠামো কিংবা অর্থ নেই। কিন্তু আধুনিক সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মতো মেধা আমাদের প্রোগ্রামারদের আছে। কিন্তু এর জন্য চাই প্রচুর চর্চা এবং প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা এখানে ভূমিকা রাখতে পারে দারুণভাবে।